Radio Serial Script No. 27: Managing land and change land use

বেতার নাট্যরূপঃ সায়েন্স কমিউনিকেটরস ফোরাম – এর পক্ষে

সত্যব্রত রায় বর্ধন

কুশীলব

কানাই – গ্রামবাসী। একটু নেতাগোছের। হাতি তাড়াবার জন্য মশাল (আগুন) আর বোমা (দানা) বাঁধতে দক্ষ।

দিবাকর – গ্রামবাসী। ছোট মাপের নেতা।

বিরজু – মাইল দশ-পনের দূরে আরেকটি গ্রামের লোক।

ঘোষক – অনেকটা সূত্রধরের মতো।

হরিসাধন – পুরোনো চাষি

কালীপদ – হরিসাধনের ছেলে।

আকুলি – কালীপদর ছেলে, বয়স সতের বছর মতো।

সুখদা – কালীপদর বৌ, আকুলির মা।

সোলেমান – স্থানীয় মাছ ব্যবসায়ী।

প্রদীপ গাঙ্গুলি – এঞ্জিনিয়ার, স্থানীয় বাসিন্দা।

রজত বাসু – দিল্লি প্রবাসী বাঙ্গালী।

মিসেস বাসু – রজতের স্ত্রী।

প্রথম

[দূরে হাতির পাল তাড়ানোর কোলাহল। উত্তেজিত দিবাকর কানাইর বাড়িতে]

দিবাকরঃ কানাই হে, এ কানাই। শ্যালা গোটা গেরাম, গোটা অঞ্চল মাঠে, আর তু এখনো বেছানাতে!

কানাইঃ হলটা কি? অমন ছিচকার পারতেছিস কেনে?

দিবাকরঃ ছিচকার পারতেছি আমার বাপের ছেরাদ্দ হবেক তাই। শ্যালা গোটা অঞ্চল মাঠে নেমেছে হাতি তাড়াতে। আর তুর কথা ছিচকার পারতেছি কেন?

কানাইঃ সেকিরে! সবারে খপর করেছিস? এই তো মাঠের থে ফেরলাম। অখুনও আগুন থে ধুয়া বের হচ্ছে। তা আলো কোন ঠে?

দিবাকরঃ বুরাগিরি থে নামল। একটা দাঁতাল, তিনটে মাদি দুটো বাচ্চা।

কানাইঃ সব্বাই তো মাঠে ছেল। কেউ কিছু কল না?

দিবাকরঃ কবে কি। বুরাগিরির নাবিতে বুধন মাঝির যে তিন বিঘে ওখানে খাড়া দুই ঘণ্টা। নড়েও না চরেও না।

কানাইঃ শালোরা সন্নেসী নাকি। মালা জপ করতিছে।

দিবাকরঃ চল দেখবি। কচি দুইখান পেট ভরি ধান চারা গিলে খেতে হুটপাটি করতিছে। যেন উয়াদের বাপের বেছানা।

কানাইঃ মনে হয় আর এগুবেনা। যা ক্ষেতি বুধনের হল। একটুকুন চা খায়ে যাবেন।

[দূরে হাতির পাল তাড়ানোর কোলাহল শোনা যাবে।]

দিবাকরঃ শুনলি তো। তোর চায়ের গপ্পখান থাক বাপ। তু ঘর থে দানা যা আছে বার কর। আমি আগুন দি, আছে কটা।

কানাইঃ গোটা দশ হবেন। তেল দিতি হবেন। তু অত হুটপাটি করেন না। হারুর থে টিন-লাঠি বার করিছু?

দিবাকরঃ টিন-লাঠির ভাবনা ভাবিস লি। হারু শিঙ্গা দুখান আর তেরখান টিন নে আসতিছে। তোর হিসেবে দানা আছে কি পরিনাম?

কানাইঃ পরিনাম কম। দানা আছে বারো ষোলটা। আজ বাঁধতে হবে।

দিবাকরঃ যা করবার তাড়াতাড়ি কর।

কানাইঃ করতিছি করতিছি। যা চরিত্তির ঘণ্টা দুয়েক নরবেনে। ফরেসবাবুরে খপর দিছিস? তার তো আঠাশ মাসে বছর।

দিবাকরঃ বেজা গেছে বিট আপিসে। রেঞ্জারবাবু একখান বন্দুক আনে ফাটাব কি ফাটাব না করে দিন কাবার করে দেবানে। দিনের পর দিন এ শালা আর পুশায় না হে।

কানাইঃ কেন পুশায় নে কেনে? তোমার খাবারের বেবস্থা করবে আর জানোয়ার বলে উয়াদের বেলা ফক্কা?

দিবাকরঃ তা আমরা কি উয়াদের গাছপালা খাছি নাকি।

কানাইঃ উয়াদের গাছপালা খাবেন কেনে। খালে পেট ছাড়বে যি। বুরাগিরির প্যাটে মেলা কারখানার খাদ্যদ্রব্য আছেন। দক্ষিণে সেই বিশানাখি পাহাড়। প্যাটে মাল বোঝাই। তো বাপধনেরা ওই এক হাজার তিন হাজার বিঘে জঙ্গল সাফ করি দেলে।

দিবাকরঃ কারখানা হলে ভালা হবেনি এটা বুলছ?

কানাইঃ সিটা কখন বুললাম? জঙ্গল সাফ করি কারখানার খাদ্যদ্রব্য বার করতিছ। জঙ্গলের চরিত্তিরখানা পালটে দিলে। আমাগেরে জঙ্গলথে কত উবগার হত।

দিবাকরঃ সিটা ঠিক বটে। বাপ ঠাকুর বলেনিক হাতির পাল গাঁয়ের খেতে লুটাইছে।

কানাইঃ চাষাভুষা মানুষ মুই, বিদ্যেবুদ্ধি কম, ভাবের ঘরে দিশে নেই, তবে ইটা বুঝি জঙ্গল আমারে বাঁচাইছে মুই তেঁএরে বাঁচাইলম বলে। হ কি না?

দিবাকরঃ তা হাতির পাল আলে কেনে?

কানাইঃ উয়াদের খাবার কম পড়িল জঙ্গল কাটলাম মোরা। সেই দলমা থেকে নামা সুরু। আলে দলে দলে। প্যাটের টান বড় টান হে দিবাকর। মানসের আছে তো জানোয়ারের থাকবে নি? ইটা নেজ্য কথা?

দিবাকরঃ সিটা ঠিক বটে। চাষের জমি কাটি কারখানা বানাইলম। জঙ্গল কাটলাম তার পেট কাটি লোহা পাব।

[দূরে হাতির পাল তাড়ানোর কোলাহল শোনা যাবে।]

কানাইঃ নাও হে গোটা গেরাম পথে নামিছে। আগুন দিখায়ে আর দানা ফাটায়ে এগুলানরে তো বিদেয় কর। বাপের জমিজিরেত আর থাকবে নি। নতুন চিহারে, তা সে কারখানা হক, বাবুদের বাড়ি হক, কি মাটির প্যাট কাটি লোহা কি আব বার কর সি তোমাদের যা মন চায়। চল হে দিবাকর হাতি তাড়াইতে নামি।

[কানাইদা, কানাইদা বলে হাঁক দিতে দিতে বিরজু ঢুকল]

বিরজুঃ কানাইদা আমগেরে বাঁচাও। পুরা গেরাম মাটির সাথে মিশাই দিলে।

দিবাকরঃ লাও, মোরা মরতিছি মোদের সমিস্যে নে আবার তুমাদের কি হল?

বিরজুঃ শুখা নদীর ওপার থিকে বিশাল দল নাবি এসে গেরাম ধুলোয় মেশাচ্ছে। গেরামের মাতব্বরেরা বললে খপর কর। তাই আমি আলাম।

কানাইঃ মোদের গেরামেও তো চলতিছে খেলা। রাত বারোটাতে ফিরলম আর দুটোতে এই দিবাকর আইসে হামলে পড়িছে। আগুনের আর দানার বেবস্থা হচ্ছে।

বিরজুঃ সি মোরা জানিনে। আপুনি কিছু একটা কর।

কানাইঃ বেপদের সময় ইকথা বলার সময় লয় মুই জানি। তিন বছর আগে নোতুন গেরাম তুমরা বসা করলে। কলকাতা থেকে ধিতিবাবু আসেছিলেন পঞ্চায়েত আপিসে ডিফু সাহেবের সাথে। তুমাদের রবি মাহাত, কাটি বাস্কে সব্বাই ছেল। কি শরন হয়িছে?

দিবাকরঃ আরে কানাই উ কি বুলবে? তিন তিনটা জান চলি যাবার পর না সিবার বাবুদের মিটিন ডাকা হল।

কানাইঃ ধিতিবাবু বারবার বুঝয়ে কলে লাট পাহাড় থেকে নদীতে জল খেতে হাতি নেমে সোজা উজানে গিয়ে ছিমড়া পাহাড়ে যাবেন। ওই বিশ পঁচিশ মাইল হাতির যাবার রাস্তা।

দিবাকরঃ হাতির করিডর না কি যেন ইঞ্জিরিতে বলে।

কানাইঃ হ্যাঁ করিডর বটে। হাতির খাবারের খোঁজে, জলের খোঁজে যাতায়াতের পথ। উটি থেকে তুমাদের দূরে থাকতে ধিতিবাবু, ডিফু সাহেব বারম্বার বলা করলেন। তুমরা, তুমাদের গাঁও বুড়ারা কতাটা কানে তুললেন না।

বিরজুঃ সিটা মোর দিমাকে আছে।

কানাইঃ আমি বললম দুবার, তো কাটি বাস্কে বুলল, কানাই মাহাত কি বুজবে লিজের গতর ছ্যাচে কালি করে জমিন সাফ করি ঘর বানাতে কতো মেহন্নত।

দিবাকরঃ সি কথাটো আখুন থাক কানাই। আখুন কি করা?

কানাইঃ তুই নোয়ার ঢালে বাজির ঘর যা। বিরজু যাক তুর সাথে। বাজির ঘরে দানা আছে। বিশটো দানা নে বাজিকে লিয়ে তু গিয়ে দেখ বেবস্থা। (বিরজুকে) হ্যাঁরে আগুন দানা

ইসব গেরামে আছে তো? নাকি কাটি বাস্কে বুলবে ভজুদির কানাই মাহাত হাতি খেদানর মেহন্নত কত তা কি জানে?

বিরজুঃ হাত জুড়তেছি দাদা। বেপদের সময় পাশে দাঁড়াও। ওটা তুমার আমার ধম্ম। হিসেব কিতেব পরে লিও।

কানাইঃ ঠিক আছে, ঠিক আছে। এই বছর থেকে সুরু করতে হবেক। হাতির রাস্তাখান সাফসুতরো রাখতি হবে তোমাগের কাটি বাস্কে আর গেরামের সব্বাইকে বুজতে হবেক।

[বিরতি সঙ্গীত]

দ্বিতীয়

ঘোষকঃ পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া বলুন, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর যা ইচ্ছে বলুন, চাইলে ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা তাও বলতে অসুবিধে নেই। হাতি তাড়াবার মতো একটা প্রায় দৈনন্দিন কাজ এখন এসব জায়গায় মানুষের। কেন? কারণ হাতি পাহাড় থেকে, জঙ্গল থেকে নেমে আসছে। বেড়াতে আসছে? না না, পেটের টানে আসছে। মানুষ হাতির মুখের খাবার কেড়ে নিয়েছে। এখনো নিচ্ছে রোজ। মানুষের খিদে পেলে মানুষ তার খাবার জোগাড় করে। হাতিও খিদে পেলে খাবার জোগাড় করবে। নিজের প্রয়োজনে মানুষ জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করেছে, পাহাড় উড়িয়েছে ডিনামাইট দিয়ে।রাস্তা বানিয়েছে, কারখানা বসিয়েছে, রেল লাইন পেতেছে। রেল লাইন পার হতে কাটা পড়ছে হাতি। মানুষ পাহাড়ের পেট থেকে খুঁড়ে বার করেছে নানা খনিজ। পাহাড়ের জঙ্গলের চরিত্র পালটেছে, যে কাজের জন্য প্রকৃতি পাহাড় গড়েছে, যে কাজের জন্য জঙ্গলের সৃষ্টি হয়েছে তার সব মানুষ পালটে ফেলছে। ফলে স্থানীয় জলবায়ু পালটেছে। গরম আর শীতের জায়গা। সবাই জানে। তো গরমের সময় সেই গরম আরো বেড়ে গেল। শীত গেল উবে। জল এমনিতেই কম। খরার দেশ। এখন তো হয় কম, না হয় তো পাগলপারা। কখন কেন হবে কেউ জানেনা। অথচ মানুষ বলছে টেঁকসই উন্নয়ন। তাই কি?

তৃতীয়

আকুলিঃ ও তোমার মিছে কথা দাদু। টাকার কুমীর তুমি সব্বাই বলে। বাইক আমার চাই-ই চাই।

হরিসাধনঃ আমি টাকার কুমীর এই খপর তোরে কেডা দিলে।

আকুলিঃ এই অঞ্চলের সব্বাই বলে। কেন মিছে কথা? আমার মাতায় হাত দে বলো।

হরিসাধনঃ কেন রে ছোড়া তোর মাতায় হাত দি বলতে হবে কেন? আমার কতা তোর বিশ্বেস হয় না?

আকুলিঃ আর সব হয়, টাকার কথা হয় না। টাকা তোমার মেলা আছে। বাইক তুমি কিনে দেবে কিনা বলো।

হরিসাধনঃ এই তো সেদিন একখান নোতুন মোবিল কিনলি শয়তান। না কি সব শালো এখুন ইসমাট হবেন। ইসমাট মোবিল ছাড়া তোর চলছিল না।

আকুলিঃ মবিল না মোবাইল, ইসমাট না স্মার্ট। দাদু তোমার যা উশ্চারণ। পড়তে অভিজিত সারের সামনে।

হরিসাধনঃ যা যা তোর যা উচ্চারণ, তুই আর তোর অভিজিত সার, দুটোরেই আমার দেখা আছে।

আকুলিঃ ঠিক আছে, ঠিক আছে, অভিজিত সার রেডিওতে নাটক লেখেন জানো? তা সে যাক, তুমি আমারে একখান বাইক কিনে দেবে কিনা বলো। হ্যাঁ কি না।

হরিসাধনঃ দাদু তোর সব ভালো, কেবল এই একখান বায়না ধরি জিনিস আদায়ের ফন্দি ছাড়া।

আকুলিঃ তুমি জানো আমাদের ক্লাসেই তিনজনের মোটর বাইক আছে?

হরিসাধনঃ শুনে আমি কেতাথ্য হলাম। কি দিন কাল পড়ল ভগমান। ঈশকুলের দরজা পার হল না, হবে কি না কেউ বলতে পারে না, আজ মবিল, কাল জিনের পাতলুন, এখন লাফায় মোটর বাইক কিনে দিতি হবে।

আকুলিঃ ও জিন্সের প্যান্ট দুটো দে তুমি আমারে এখন কথা শোনাচ্ছ! ঠিক আছে ও প্যান্ট আমি তোমারে দিয়ে দুব। তুমি পোরো।

হরিসাধনঃ ছিঃ দাদু, এমনি করে বলতি হয় না। সব সময় জিদের কথা বলে না। আমরা গেরস্ত মানুষ। চাষ আবাদের অবস্থা খুব খারাব।

[সুখদার প্রবেশ]

সুখদাঃ (আকুলিকে) ত্যাখন থে দাদুর সাথ ঝাপুরঝুপুর করতেছিস ক্যান? (হরিসাধনকে) বাবা আপনার চা-মুড়ি। সোলেমান আয়েছিল। বল্লে চালতে পুকুরে নাকি জাল দিতে বলেছেন?

হরিসাধনঃ হ্যাঁ বৌ বলেছি বটে। কী হল বল দেখি মা গরমের দেখা নাই, চালতা পুকুরের চার ধাপ সিঁড়ি বার হয়ে গেছে।

সুখদাঃ আপনার ছেলে বলছিল এবার নাকি গরম আগে আসবে আর পড়বেও বেশী। (আকুলিকে) কিরে তোর ইস্কুল নাই? সকাল থে বাইক বাইক কইরে বাড়ি মাথায় তুলছ। যা না বাপকে বল বাইক চাই, পিটোয়ে পিঠির ছাল তুলে দেবানে।

আকুলিঃ দাদুর থন চাইলে তোমাদের জ্বলন ধরে ক্যান কও তো? আমার দাদু। দাদুর টাকা। দাদু আমারে মোবাইল কিনে দিলে। তো বাবা আর তুমি জ্বলে পুড়ে গেলে। আসলে দাদু আমারে ভালবাসে তোমরা সহ্য করতি পারো না।

হরিসাধনঃ ওরে শালা এতো মহা পলিটিক্সবাজ! যতই আমারে পটাও বাইক এখন হবে না দাদু।

আকুলিঃ কেন কেন? কেন হবে না? আমি শুনেছি আশি বিঘের ওপর নিজের জমি তুমি বেচেছ। তিন তিনটে গ্রামের লোকের শয়ে শয়ে বিঘে জমি বেচার সময় তুমি আর বাবা দালালি করলে, টাকা পেলে।

সুখদাঃ (ধমকে ওঠে) চুপ যা। ছোট মুখে বড় কথা। নাই দে বাবা আপনিই এডারে মাতায় তুলেছেন। (আকুলিকে) তুই গেলি ইখান তে।

[কালীপদর প্রবেশ]

কালীপদঃ কী সকাল থেকে ভ্যানর ভ্যানর করতেছিস আকুলি। লেখাপড়া তো অষ্টরম্ভার জায়গাতে পঞ্চাশ রম্ভা।

হরিসাধনঃ আবার আকুলির পেছনে লাগলি ক্যান। তোরে যে কাজটো করতি বললাম সেডার কী হল?

কালীপদঃ বাবা সেখান থেকে আসতেছি। এডারে বাবা কিন্তুক আপুনি মাতায় তুলতেছেন। আগে তবু পরীক্ষার ভয় ছেল। একন তো সরকার তাও উঠোয়ে দেছে। এই সেদিন অভিজিত সারের সাথে হাটে দেকা। বলে আকুলি সারাক্ষণ মোবাইল টিপছে, পড়ে কখুন?

হরিসাধনঃ পড়বে পড়বে। আমু পড়লাম, তুই পড়লে, বৌ পড়লে। ঐ সোলেমানও পড়িছে। সব্বাই খাতিছে, তো মোর দাদুও খাবেন। যা দাদু চ্যান করি খায়ে ইস্কুলে যাও।

আকুলিঃ দিতি হবে না বাইক। কিছু চাইনা আমার।

সুখদাঃ সেতো ভালা কথা। আরে আরে দাদুর গামছা নে কোথায় চললি? অত বড় গামছা তুই সামলাতে পারবিনা।

আকুলিঃ সব পারব। ইটাই আমার হবে। চাইনা কিছু তোমাদের ঠেঙে। (প্রস্থান)

সুখদাঃ আকুলি তাড়াতাড়ি আয়। আমি ভাত নে বসি থাকলে তো চলবে না। বাবা আমি একবার সোলেমানরে পাঠায়ে দিই না-হয়।

হরিসাধনঃ মনটা বড় কুডাক দেয় বৌ। সব্বাই মিলে দাদুটারে না পিষলেই ভালা হত। যাক যা করবার তো করে ফেলেছি। কালীরে বাইক এট্টা দেখ না হয়।

কালীপদঃ এই তো আপনার দোষ। এতক্ষণ হাজর বাজর করলেন বা কেন, আবার দশ মিনিটের মাঝে বাইক খোঁজতে বলেন কেন?

হরিসাধনঃ (রেগে গিয়ে) সিটা বোঝলে মিজানুরের তিরিশ বিঘার লটখান পঁচিশে রাজী হতে না। পইপই করে কলাম ধরে রাখা কর। ও বেটা বিশে নামবে। কোম্পানীর সাথে কতা পাকা, বত্রিশ করে দেব।

কালীপদঃ বাবা তথাপি আপনার সাত তো বিঘা প্রতি থাকছে না কি?

হরিসাধনঃ এই বুদ্ধি নে তুই জমির ব্যবসা করবি পাঁঠা? বত্রিশ থে বিশ বাদ দেলে বার থাকে কি থাকে না? বারোরে তিরিশ দে গুন করলি কত হয় রে গাড়ল?

সুখদাঃ বাবা আমি যাই। ওদিকে চেল্লামিল্লি হচ্ছে।

হরিসাধনঃ যাও যাও আমি কি আপনাদের আটকে রাখিছি? সোলেমানরে কবা বাড়ির মাছ তোমারে দেখায়ে যেন দ্যায়, পঞ্চায়েত অফিসে আর প্রধান বিজনদাদার ঘরে যেন নিজি গিয়ে দিয়ে আসে। সেটাও যদি পারো একবার দেখে দিও। কারে কিছু দিতি গেলে তোমাদের সোয়ামী ইস্তিরির আবার জ্বলন ধরে যে।

সুখদাঃ (হাসি চেপে) আপুনির টাকা আপনি খরচ করে বাইক কিনবেন কি মটর গাড়ি কেনবেন, আর আকুলিরে দেবেন কি আমারে দেবেন সিটা আপুনি জানেন বাবা। আমি অখুন যাই। চা আগ করি ঠান্ডা করবেন না। (প্রস্থান)

কালীপদঃ কোম্পানির ম্যানেজারের সাথে কতা বললুম। ঘোড়েল মাল। বললে পঞ্চায়েত প্রধান বিজনকাকার সাথে কতা বলতি। নোক যা নেবে সব বিজনকাকার চিঠা চাই।

হরিসাধনঃ শোন বাপ। কাজ খানার আন্তাজ করতি পারো? কোতায় গাবতলি আর কোতায় ঘুসিমারার লেজখানা! শত শত মৌজার হাজার হাজার বিঘে জমির মামলা। ঘোড়েল মাল ছাড়া কেউ খেলতি পারে এখেলা?

কালীপদঃ তা আপুনি যা বলছেন। আমারও এদ্দিনের কাজ কারবার করি মনে হচ্ছে।

হরিসাধনঃ আর যে সে জমি না। হাজার মণ ধান দেছে, তরিতরকারি দেছে ডালা ভরে। যত পারো খাও, খাওয়াও। যা বাঁচল ব্যাচো।

কালীপদঃ কত মাছ হত বলেন? দয়াল মন্ডল আর বিনয় জানা এট্টা এট্টা করি তিনখান ভেড়ির মালিক হয়ে বসল।

হরিসাধনঃ পঞ্চায়েত প্রধান বিজনদাদার কথাই ধর না ক্যান? কে তেনারে চিনতো? লিজের কতা লিজে বলতি নাই। মোর পয়সা মোর জমিতে পেরাইমেরি ইস্কুলখানা বসালে। সেই চাম্পাহাটিতে তুমারে আনা করালাম। আস্তায় আস্তায় ফ্যা ফ্যা করি ঘুরতেছিলে। আর অখুন? আমার লাতির জন্যি ওয়ার চিঠা লাগবে!

কালীপদঃ আপনি কি আকুলির কথা ভাবলেন?

হরিসাধনঃ ভাবতি হবেনা? দশ কেলাসের উপরে সে যাবে না। ঐ কোম্পানির কাজে টাকাপয়সা ওড়বে। কেবল ধরতি জানতে হবে। ইটা শিখার বয়স। আকুলি পারবে।

কালীপদঃ কোম্পানির ম্যানেজার লোকটা ভালা। বড়নোকেদের নাকি শহরে হাঁপ ধরে যাচ্ছে। ত্যানাদের হাঁপ ছাড়ানোর বেবস্থা হচ্ছে অই কোম্পানির বাড়িতে।

হরিসাধনঃ আমিও সেডা কতিছি। নেকাপড়া জানা লাতি মোর ঠিক ধরে লিবে আস্তাখান। চাষার ছেইলে আর মাটি চটকাইবেক না। জিনের পাতলুন পইরবে। তা বাপ মোর একবার চালতা পুকুরপানে যা দিকিনি। বৌ গ্যাছে। সোলেমান জানে বোঝে। পঞ্চায়েত অফিসে আর বিজনদাদার ঘরে যেন মাছ নিজি গিয়ে দিয়ে আসে।

কালীপদঃ ঠিক আছে আমি দেখতিছি।

হরিসাধনঃ তবে একখান ধন্ধ লাগিছে বাপ। সেটা কয়ে রাখি।

কালীপদঃ আবার কি হল?

হরিসাধনঃ ট্যাহা আলো সিটা না হয় ঠিক আছে। দুটো পয়সা কামাতি কার না ইচ্ছে করে। তবে যে ভাবে এতগুলান মৌজা ধরি শহর বানায়ে দেলে ইটা বোধ করি ঠিক কাজ হল না। চাষবাসের আর কোনো পেয়জন হবেনি? তো খাবে কি?

কালীপদঃ সেই সাথে ভেরী বুজয়ে দেচ্ছে। কেমন যেন হাঁসফাঁস করতি লাগিছে। বাবুরা কতিছে উন্নয়ন হতিছে, বাবা মোরা দেখি চারদিকে উনুন জ্বলতিছে।

হরিসাধনঃ বিধান তো মানতি হবে না কি? দশ জনির যা হবেন মোদের তাই হবেনে। তুই বরং যা চালতা পুকুরপানে যা দিকিনি। বৌ গ্যাছে।

কালীপদঃ কলাম তো ঠিক আছে আমি দেখতিছি। (প্রস্থান)

[বিরতি সঙ্গীত]

চতুর্থ

কালীপদঃ আরে সোলেমান মিয়াঁ তুই তো রাতে জাল ফেলবি লাগে। এখনো পুকুরখান ফাঁকা করতি পারলে না।

সোলেমানঃ আসেন দাদাবাবু। হয়ে গেছে কাম, কেবল পুবের দিকে খানিকটা বাকী আছে। জল কমতি পারে তা বলে পুকুরের পানি তো পাঁচ বিঘে জুড়ে। আর বাঁশ কঞ্চি দেছেন পেরান ভরে।

কালীপদঃ তুই নিকিরির ঘরের ব্যাটা ইটা একখান কতা কলি। কম করি বিশ হাজার টাকার মাল আছে। একখান জাল কায়দা মত মারতি পারলে কোন না বিশ কেজি থে তিশ কেজি মাল উঠবে। বাঁশ তেখন কোথায় যাবে শুনি? আর বাঁশের কথা? ফলিডল ফেলতি কত সময় লাগে শুনি?

সোলেমানঃ আপনাদের পুকুরি বিষ মারবে এমন বাপের ব্যাটা ই গিরামে নাই। বাবারে কত মানে সব্বাই বলেন? (কাজের লোককে হাঁক দিয়ে) অইইইই মিজান, দুখান কঞ্চিপারা বাঁশ তুলতি শুয়ে পরলে বাপ। বিহান ছটায় পানি ছুঁলে, আর দুই ঘন্টায় পাঁচ জন মিলি সাফা করতি পারলি নি? না কি মুই নামব?

কালীপদঃ সোলেমান পঞ্চায়েত অফিসের আর পঞ্চায়েত প্রধানের কতাখান মনে রাখিস। বাবা কিন্তু কুরুক্ষেত্তর করে দেবেন এদিক ওদিক হলে।

সোলেমানঃ হবে না দাদা। টানা মনোমতো হলে পোধানের শ্বশুররে না হয় একখান মিগেল দে আসব।

কালীপদঃ তোর যত কতা, দিলে মিগেল দিবি ক্যান, কাতলা দিস।

সোলেমানঃ (কালীপদকে) আচ্ছা দাদাবাবু একখান কতা শুধোই? আপনাদের এই চালতা পুকুরে জেবনে এই সময় এত জল শুকোতে দেখিনি। কেবল আপনাদের না। এই তল্লাটে পঞ্চাশ ষাটখান পুকুর কন, দিঘি কন, ভেড়ি কন, সব আমার হাতের তালুর পানা। সব আজ দুবছর হল কমবেশি এসময়ে শুকোয়ে যাচ্ছে। এর বেত্তান্তটা কি?

কালীপদঃ বেত্তান্ত আর কি। ইস্কুলের মাস্টের অভিজিতবাবু কয় মানষের কাজের জন্যি এসব।

সোলেমানঃ মানষের কাজের জন্যি? একটুকুন বুঝুয়ে কও কেনে।

কালীপদঃ মাস্টের কয় জমি জিরেত, পুকুর হাওড়, বন জঙ্গল সব নাকি মাপে মাপে ভগমান দেছেন। মানুষ তারে কাটিকুটি করিছে। এই ধর না এই যে এখানে হাজার হাজার বিঘে জমিতে শহর বসাইছে, গাছপালা, জল জঙ্গল সব কেমন উধাও হইয়ে গেল। গেল কিনা?

সোলেমানঃ তা গেল। তো তার সাথে তোমাদের পুকুরের পানি কমে কেন?

কালীপদঃ পোক্কিতি সব ভাগ সমান সমান করি দেলে যে। তুমি চাষের জমিতে শহর বানাবে, গাছপালা কাটি মরুভূমি করবে, খাল বিল বুজোয়ে বাড়ি বানাবে ইটা ভগমান মাইনবে কেনে।

সোলেমানঃ সে জমি বেচি, জমির দালালি করি, কিছু মনে নিয়েন না গো, আপুনি আর আপনার বাপ মেলাই টাকা করেছেন।

কালীপদঃ তোদের যত কতা। সরকার অ্যায়কুরিয়া করি জমি নেছে। সে দাম মোরা যা পালাম, মইরুদ্দি মেয়া, আশরাফ মোল্লা কি কুবীর মন্ডল সব্বাই সমান পালো কিনা। যার জমি বেশি সে বেশি পাছে, যার কম সে কম পাছে। কি কতাডা ঠিক কলাম?

সোলেমানঃ (গলা উঁচু করে মিজানকে) মিজান রে, নে মার এবার জাল নে মার। দুদিক থিকা ধরা কর। উমেদরে একখান জাল মারতি দে, তুই লিজে মার একখানা। (গলা নিচু করে কালীপদকে) কতাডা আপুনি ঠিক কয়েছেন। তাইলে পানি কমে ক্যান সিটা বুঝোয়ে দ্যান।

কালীপদঃ অই যে কলাম। চাষের জমিতে শহর বানাতেছে, তাপ্পর ধর হাতিডোবা থে ডাকজোয়ারী, পাছুরিয়া থে পাথরঘাটি ও দুখান আস্তা পেরায় পঞ্চাশ মাইল হবে। কি হবে তো?

সোলেমানঃ (গলা নিচু করে কালীপদকে) কি কন দাদা। হাতিডোবা থে ডাকজোয়ারী চল্লিশ মাইল আস্তা মাপা আছে। বাপ আমার আমিনের চেন টানে যে। আর আপনার পাছুরিয়া থে পাথরঘাটি মোর সসুরের আস্তা গো। তা উটি তিশের কম হবেনি। সসুরবাড়ি মুই যাই দাদা বিড়ির পাতা আনতি বৌ বিড়ি বাঁধবে বলে। (গলা উঁচু করে উমেদকে) ও উমিদচাচা সবচে বড় কাতলা আর রুই আগে সড়ায়ে রাখবা। মিজানরে বাবা কিন্তুক জুতোপেটা করবেন গোলমাল হলি। সরেসগুলান বাপ খ্যাল রাখিস।

কালীপদঃ তো কি ছেল অই রাস্তার দুই পাশে?

সোলেমানঃ বিক্ষ ছেল। সসুরের আস্তায় ডেড়শর ওপর খাজুর গাছ ছেল। মোর বড় ভাই তো শিউলি। শীতির সময় ইজারা নে গুড় বানায়ে দশ বিশ হাজার কামাত।

কালীপদঃ আর এখন?

সোলেমানঃ অখুন? কী কব দাদা সব কাটি ফেলি ফাঁকা, ভাইজান পরিছে বেপদে। মছলন্দপুর থেকে মাইল সাত দূরে এক সম্বন্ধীর সাথে আখুন কাজ করতিছে। গাছ কম সেখানেও। আর ইখানে সসুরবাড়ি যেতাম ছিমাতে ছিমাতে। বট, অশথ, শিরিষ, কেস্টচুরু, রাধাচুরু, সিসু কে ছিলেন না বল দাদা।

কালীপদঃ কম করি বিশখানা মেহগনি হাতিডোবার রাস্তায় ছেল। কয়েক লাখ টাকার মামলা। সব শেষ। এখুন সব জ্বলতিছে। গাছপালা কাটি খাল বিল বুজোয়ে শহর হচ্ছে। পোক্কিতির সব ভাগ গোলমাল করি দেলে। ইস্কুলের মাস্টের তাই বলেছে মানষের কাজের জন্যি এসব। গরম বাড়তিছে। ঠান্ডার দিন পলায়েছে। আবার মাঝে মাঝে উল্টোপানা।

সোলেমানঃ দ্যান দ্যান জ্বলতি দ্যান। বলে য্যাখন আপুনি বোঝাতে পারিছেন না ত্যাখন জ্বলতি দ্যান।

কালীপদঃ গাছপালা কাটি খাল বিল বুজোয়ে শহর হচ্ছে। পোক্কিতির সব ভাগ গোলমাল করি দেলে। ইস্কুলের মাস্টের তাই বলেছে মানষের কাজের জন্যি এসব। গরম বাড়তিছে। ঠান্ডার দিন পলায়েছে। আবার মাঝে মাঝে উল্টোপানা।

সোলেমানঃ (গলা উঁচু করে উমেদ আর মিজানকে) এই উমেদ, অই মিজান, আরে সরেসগুলান ইদিকে পাঠা দিকিন। না কি দাদা চলেন নিজির চখে দেখি বেবস্থা যা করবার করি দেবেন।

কালীপদঃ মনে লয় সিটি কাজের কাজ হবে। চল এগুয়ে দিকি।

[বিরতি সঙ্গীত]

পঞ্চম

ঘোষকঃ কোলকাতার উপকন্ঠে দ্রুত বেড়ে উঠছে পরিকল্পিত উপনগরী নিউ টাউন। বিশাল পরিমান কৃষি জমি ও জলাভূমি সরকার অধিগ্রহন করেছেন উন্নত বাসস্থান শিল্পস্থাপনের সুবিধা ও কাঠামোর উন্নয়নের জন্য। কাজ সুরু নব্বই দশকের সুরুতে। মাস্টার প্ল্যানে যা আছে তা রূপায়িত হলে কোলকাতা সংলগ্ন এই নতুন উপনগরী নিউ টাউন প্রতিবেশী সল্ট লেকের তিনগুন বড় হবে।

সভ্যতার ঊষাকাল থেকে ভূমির সাথে মানুষের যোগাযোগ। মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে ভূমি, জল এবং স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রে পরিবর্তন এতই গভীর যে সম্পদ সম্ভাবনাও প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। নগরায়ন এবং নগরের আয়তন বৃদ্ধি জমির ব্যবহারে প্রভূত পরিবর্তন আনছে। কৃষি জমি বাসস্থান বা শিল্প স্থাপনের জন্য ব্যবহার, জলাশয় বুজিয়ে সেখানে বিশাল বিশাল আবাসন প্রকল্প গড়ে তোলা হচ্ছে। ফলে স্থানীয় বাস্তুতন্ত্র ও জলবায়ুর ওপর তার প্রভাব পড়ছে। প্রকৃতি দুহাত ভরে মানুষকে দিয়েছে, কেবল বেঁচে

থাকার নয়, সুস্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে থাকবার অপরিমেয় সম্পদ। পূর্ব কলকাতার জলাভূমিতে আছে এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সবুজকণা যা আমাদের অক্সিজেন জোগান দেয়। মানুষই এই জলাভূমি-জল সম্পদ বহুতল ইমারতের নিচে চাপা দিচ্ছে।

ষষ্ঠ

[বহু লোকের কোলাহল। ঝিলের জলে নৌকো ভাসছে। তার ওপর সওদা সাজিয়ে দোকানদার]

রজতঃ এক্সকিউজ মি, লুকস্ য়ু আ লোকাল রেসিডেন্ট?

প্রদীপঃ রাইট, গাঙ্গুলি, প্রদীপ গাঙ্গুলি (হাত বাড়িয়ে)।

রজতঃ (হাত বাড়িয়ে) বাসু, রজত বাসু। মাই ওয়াইফ বিজিতা।

প্রদীপঃ নমস্কার মিসেস বাসু।

মিসেস বাসুঃ হাই, য়ু ক্যান কল মি বিজিতা।

রজতঃ আমরা দিল্লিতে সেটেল্ড। যাকে বলে প্রবাসী। একটা ম্যারেজ সেরেমনি এ্যাটেনড্ করতে এলাম।

প্রদীপঃ তাই? তো কেমন দেখছেন কলকাতা?

মিসেস বাসুঃ অবনক্সাস! কাজিন সিসটার ইন্সিস্ট করলো ফ্লোটিং মার্কেট দেখতে, সো।

প্রদীপঃ নোতুন সংযোজন বোলতে পারেন এই জঘন্য, অবনক্সাস শহরে।

রজতঃ কেন, কেন? অবনক্সাস কেন? শুনছি মোর দ্যান টেন ক্রোড় খরচ হল?

প্রদীপঃ খরচ হওয়া আর তৈরি জিনিস সাস্টেন করা এক কাজ নয় মিঃ বসু।

রজতঃ তা ঠিক। দিল্লিতে আমরা দোয়ারকাতে থাকি। বাট থিংস আর প্রপারলি টেকন কেয়ার অফ।

প্রদীপঃ আমরা যেখানে বসে আছি এটা বৈষ্ণবঘাটা পাটুলী সাবসেট বলা যেতে পারে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের হেল্প নিয়ে এই বসতি গড়ে ওঠে। এর জন্য বহু একর কৃষি জমি, জলাভূমি পালটে সেই জমিতে বাসভূমি। নোতুন টাউনশিপ।

মিসেস বাসুঃ বাট ক্যালকাটা তো এক্সপান্ড করাতে হবে। পপুলেশন গ্রোথ হচ্ছে।

রজতঃ আমি যতদূর মনে করতে পারছি কলকাতার এখন নাইট পপুলেশন এরাউন্ড ফরটি এইট থাউজান্ড।

প্রদীপঃ ঠিক। সেটা আমরা অনেক আগেই ফোরকাস্টে পেয়েছিলাম। বেসিক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান করা হয়েছে সেই বিগত ষাটের দশকে। একুশ কিলোমিটার লেন্থের এই ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস এখন আট লেনের রাস্তা হচ্ছে।

রজতঃ বাট, পুরো রাস্তাটা একটা ডেজারটেড লুক।

প্রদীপঃ আশা করি কর্তা ব্যক্তিরা সেটা খেয়াল রেখেছেন।

মিসেস বাসুঃ কিছু অরনামেন্টাল প্রোগ্রাম ইনিশিয়েটিভ দেখেছি।

প্রদীপঃ তাছাড়া, একটা এলিভেটেড রেল লাইন খেয়াল করেছেন।

রজতঃ ইয়েস্ অফ কোর্স। সল্ট লেক টু গড়িয়া।

প্রদীপঃ ডেভেলেপমেন্ট হচ্ছে, সাস্টেনেবল কতটা সেটা প্রশ্নের মুখে পড়ছে।

রজতঃ এই ভাসমান বাজারের কথা মাথায় এল কি করে?

প্রদীপঃ যা শুনেছি তা হল রাস্তা চওড়া করতে এখানে রাস্তা থেকে একটা বেআইনি বাজার তুলতে হচ্ছিল।

রজতঃ আর তাদের এভাবে একটা উদ্ভট ব্যবস্থা করে সরানো হল।

প্রদীপঃ কেবল তাই নয়। যে ঝিলগুলোতে এই ভাসমান বাজার সেই ঝিলগুলো ও আরও ঝিল নিয়ে একটা ফিশারমেন কোঅপারেটিভ আছে। মোট পঞ্চাশটা মত ঝিল। তা থেকে বোধ হয় গোটা আট-দশ নিয়ে এই ভাসমান বাজার।

রজতঃ স্ট্রেঞ্জ!

মিসেস বাসুঃ স্ট্রেঞ্জ কেন? তুমি ডেভেলপমেন্ট চাও না?

রজতঃ অফ কোর্স চাই। বাট সাস্টেনেবল। তুমি থাইল্যান্ডে দেখেছো, ইন্দোনেশিয়াতে দেখেছো ঠিক এইরকম বাজার।

প্রদীপঃ আমি আমার ঠাকুরদার কাছে বাংলাদেশেও এরকম জলের ওপর বাজারের গল্প শুনেছি।

রজতঃ ইয়েস স্যার আমিও দেখেছি বাংলাদেশে একটা ট্রেড ডেলিগেশনে গিয়ে, ব-ব-ব-বরিশালের একটা গ্রামের খালে। মাই গড! পেয়ারার বাজার। হান্ড্রেডস অব বোটস, অল লোডেড উইথ গারডেন ফ্রেশ গুয়াভা।

মিসেস বাসুঃ তাহলে এখানে স্ট্রেঞ্জ কেন? তোমার সমালোচনা করতে হবে তাই। দেন এগেইন থাইল্যান্ডে, ইন্দোনেশিয়াতে আমি দেখেছি।

রজতঃ ঠিক দেখেছ। সেখানে সর্বত্র জলের ফ্লো আছে। জল বয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া থাইল্যান্ড বা ইন্দোনেশিয়া, সব টুরিস্টদের জন্য। লোকাল লোককে মার্কেটিং করতে দেখেছ?

প্রদীপঃ আপনি বলতে চাইছেন এই ভাসমান বাজার টিঁকবে না?

রজতঃ আমি গনৎকার নই। আমি বিজ্ঞানী। বিজ্ঞান মতে এই বাজার টেঁকবার কথা নয়। দোকানদার, খদ্দের, আমার মত বেড়াতে আসা পাবলিক, সবাই মিলে একে বদ্ধ জলাশয় করে তুলব। কি স্যার বাংলা ঠিক বলছি তো?

প্রদীপঃ বেশ বলছেন। এই যে বৈষ্ণবঘাটা পাটুলী উপনগরী আজ দেখছেন, সল্ট লেক বলুন, রাজারহাট কি ভাঙ্গর বলুন সব কিন্তু পপুলেশন এক্সপ্লোশনকে মিট করতে।

রজতঃ আজ না হয় পঁচিশ-ত্রিশ বছর আমি বাইরে। তবে এখানকার খবর আমি কিছু কিছু রাখি স্যার। পপুলেশন এক্সপ্লোশনকে মিট করতে গিয়ে কংক্রিটের রাস্তাঘাট, বিশাল বিশাল পাকা বাড়ির সংখ্যা বেড়ে চলেছে। রাস্তায় ভেহিকুলার ট্রাফিক বাড়ছে। মানে ফসিল ফুয়েলের ব্যবহার বহু বাড়ল। পুরো এনভিরনমেন্ট আপনি পালটে দিচ্ছেন। না কি?

মিসেস বাসুঃ ডেভেলপমেন্টাল প্রোগ্রামে এগুলো ইনসিডেনটাল নয় কি?

প্রদীপঃ ট্রু ম্যাম। কিন্তু একটা ব্যালান্স থাকবে না? বলা হচ্ছে নগরায়নের তাগিদে জলাভূমি, কৃষিজমি বনভূমি ব্যবহার করতে হতে পারে। কিন্তু শহরের পরিবেশের ভারসাম্য বা ব্যালান্স তো রাখবার জন্য ভাবনা আসবে। তাই না?

রজতঃ একটা কথা বলা হচ্ছে সাসটেনেবল ডেভেলেপমেন্ট। মিঃ গাঙ্গুলি হাউ ইয়ু এক্সপ্রেস ইন বেঙ্গলি?

প্রদীপঃ কেউ বলছেন সুস্থায়ী উন্নয়ন, কেউ বলছেন টেঁকসই উন্নয়ন। আমার কাছে অবশ্য টেঁকসই উন্নয়ন কথাটা পছন্দ।

রজতঃ বেশ টেঁকসই উন্নয়নই হল। তো যাই করি না কেন টিঁকে থাকতে হবে তো না কি? উন্নয়ন তো মানুষের জন্য। তা উন্নয়নের ফলে মানুষের বাঁচবার অসুবিধে মানা যায় না।

প্রদীপঃ ওই যে অকুপায়েড ঝিলগুলো দেখছেন ওগুলো বাদ দিলেও আরো ঝিল আছে। তাদের অবস্থা খুব ভাল বলতে পারব না। নানা অজুহাতে উন্নয়নের নামে ওগুলো হয়ত ভর্তি হয়ে অন্য কিছু হয়ে যাবে। এই যে একুশ কিলোমিটার লেন্থের এই ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস। এর দুপাশে নয়ানজুলি ছিল।

মিসেস বাসু ও রজতঃ (একসাথে) ননজুলি ? হোয়াটস্ দ্যাট?

প্রদীপঃ ননজুলি নয়, নয়ানজুলি। নোতুন রাস্তা বা রেল লাইন পাতবার আগে মাটি কাটা হয় দুই পাশ থেকে রাস্তা বা রেল লাইন উঁচু করবার জন্য। তার একটা নিয়ম আছে। সেই মাটি কাটা জায়গাগুলোকে নয়ানজুলি বলে। ধান, পাট চাষ থেকে পদ্ম, শাপলা ফুলের, পানিফলের চাষ হয় ওই নয়ানজুলিতে।

রজতঃ ওয়ান মিনিট। কি বললেন, পানিফল, ইয়েস আমরা ওখানে বলি সিঙ্গারা ফল। বেসনের সাথে মিলাবট দিয়ে জলেবী ভাজা হয়।

প্রদীপঃ এই বাইপাস চওড়া করতে গিয়ে নয়ানজুলি ম্যাডামের ডেভেলপমেন্টাল প্রোগ্রামে ইনসিডেনটাল, মানে বুজিয়ে ফেলে রাস্তা চওড়া করতে হল। এই একুশ কিলোমিটারে বিরাট বিরাট গাছ হয়ত একদিন আমরা পাবো, জায়গার অভাবে নয়ানজুলি আর ফিরে আসবে না। দ্যাটস্ শিওর।

রজতঃ মিঃ গাঙ্গুলি দেল্লি নো বেটার আই টেল ইয়ু। এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড মাইলের পর মাইল এ্যাকোয়ার করে আজ দোয়ারকা বলুন কি নয়ডা বলুন কি গুরুগ্রাম বলুন দেল্লির এক্সপানসান একই ভাবে হোল। রেজাল্ট কি? মিডিয়াতে দেখে থাকবেন, ফগে মানে ধোঁয়াতে এমন অবস্থা এখন যে স্কুল কলেজ বন্ধ করে দিতে হল।

মিসেস বাসুঃ লুক, আকাশ কেমন কালো হয়ে আসছে। ঝড় আসছে না তো?

[মেঘের ডাক, হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দ শোনা যাবে]

প্রদীপঃ হতে পারে। কালবোশেখি মনে হচ্ছে। আপনাদের সাথে গাড়ী আছে নিশ্চয়। তবে ঝড়ের সময় গাড়ীতে থাকা সেফ নয়। এই আমার বাড়ি। অসুবিধে না হলে আসুন না। এক কাপ চা খেয়ে যাবেন।

মিসেস বাসুঃ না বাবা এই ঝড়ের মধ্যে আমি নেই। তোমার মনে আছে একবার সফদারজং থেকে .....

[গুরুম গুরুম করে মেঘ ডাকছে]

রজতঃ মাই গড। থ্যাঙ্ক ইয়ু মিঃ গাঙ্গুলি। লেটস মুভ।

সমাপ্ত